পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

বাস্তবায়নে ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

সহযোগিতায় ঃ

স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিলট্রাক্টস (এসআইডি- সিএইচটি), ইউএনডিপি
(পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প)

অর্থায়নে ঃ ড্যানিডা

EMBASSY
OF DENMARK
Danida

U N
D P

সম্পাদনা পর্ষদ

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ

জনাব টিটন খীসা
নির্বাহী কর্মকর্তা
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

সম্পাদনা সহযোগি ঃ

জনাব মোঃ সাইফুল্লাহ
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
ও
জনাব মোঃ শাহজাহান আলী
জেলা কর্মকর্তা
পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

সংকলনে ঃ

জনাব জোসী চাকমা
সিনিয়র মাস্টার ট্রেইনার
পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

প্রচ্ছদ ঃ

জনাব জোসী চাকমা, সিনিয়র মাস্টার ট্রেইনার
জনাব তরুন জয় ত্রিপুরা, মাস্টার ট্রেইনার
জনাব অতুল চাকমা, মাস্টার ট্রেইনার
পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

তথ্য ও অন্যান্য সহযোগিতায় ঃ

জনাব হ্লাচিংমং মারমা
মনিটরিং ও রিপোর্টিং অফিসার
পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম
মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ফেসিলিটেটর
পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
ও
সকল উপজেলা কৃষক মাঠ স্কুল সমন্বয় কারীগণ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০২১ খ্রি.

মূদ্রণে ঃ কে-আর্ট ডিজিটাল সাইন
আদালত সড়ক, খাগড়াছড়ি সদর।

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও এসআইডি - সিএইচটি, ইউএনডিপি যৌথভাবে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি. হতে মে ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কৃষি নির্ভর, এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজ করেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। সুতরাং এ প্রকল্পের মাধ্যমে দূর্গম এলাকার দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ খুবই উপকৃত হয়েছেন। তারা কৃষক সহায়কদের মাধ্যমে সহজেই হাতের কাছেই কারিগরি সহায়তা লাভ করেছেন। পার্বত্যাঞ্চল দূর্গম হওয়ায় এবং সরকারি লাইন ডিপার্টমেন্ট সমূহের জনবল প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় এ এলাকার মানুষ যথেষ্ট সেবা পাননা। কিন্তু এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়াতে দূর্গম এলাকার কৃষকগণও এখন সেবা পাচ্ছেন। কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের পক্ষ থেকে একটি প্রকাশনা প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত এবং এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় ও ড্যানিডার অর্থায়নে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে যাতে এ অঞ্চলের মানুষের ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। আমি ড্যানিডা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এসআইডি-সিএইচটি, ইউএনডিপি কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সামনের দিন গুলিতে এ প্রকল্পের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হবে ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে সেই প্রত্যাশা করছি।

(মংসুইপ্রু চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

মুখবন্ধ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ২০১৮ খ্রি. হতে এসআইডি - সিএইচটি, ইউএনডিপি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করেছিল। ইতোমধ্যেই প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা প্রধানত কৃষি প্রধান, এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজ করেই তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। সুতরাং এ প্রকল্পের মাধ্যমে দূর্গম এলাকার দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ খুবই লাভবান হয়েছেন। পাড়া পর্যায় থেকে কৃষক সহায়ক নির্বাচন করে তাদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী শাক-সবজি চাষ, ফলচাষ, ধানচাষ, হাঁস-মুরগি পালন, শুকর পালন, ছাগল পালন, গরু পালন, পুষ্টি, উচ্চ মূল্যের ফসল ও কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে শেখানো হয়েছে। ফলে তাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কৃষির উন্নয়ন ছাড়া বিকল্প নেই। তাই ভবিষ্যতে এ প্রকল্পের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা হবে সেই প্রত্যাশা করছি।

পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের পক্ষ থেকে একটি প্রকাশনা প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত এবং এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোহাম্মদ বশিরুল হক ভূঞা)
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

সম্পাদকের কথা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ দীর্ঘদিন যাবৎ এসআইডি - সিএইচটি, ইউএনডিপির সহযোগিতায় খাগড়াছড়ি জেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। যার মধ্যে পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প অন্যতম। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় এসআইডি-সিএইচটি প্রকল্পের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হতে মে ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত এ কার্যক্রমটির ৩য় পর্যায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এ জেলার দরিদ্র, অতি দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ কারিগরি জ্ঞান লাভ করে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে লাভবান হয়েছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য যে সকল কর্মকর্তা নিরলস ভাবে প্রচেষ্টা করছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খাগড়াছড়ি জেলার ০৯ টি উপজেলার ৩৮ টি ইউনিয়নে ৪০২ টি কৃষক মাঠ স্কুল সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলে প্রায় ১১০০০ কৃষক-কৃষাণী সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়ন শেষে ফলাফল ও অন্যান্য বিষয় তুলে ধরার জন্য এ প্রকাশনাটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ প্রকাশনাটি প্রকাশের জন্য যে সকল কর্মকর্তা সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(টিটন খীসা)
নির্বাহী কর্মকর্তা
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

সূচীপত্র

বিবরণ / বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রকল্প পরিচিতি	৬
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৭
প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা	৭
সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায়-কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	৮
সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায়- কৃষক মাঠ স্কুলের পাঠ্যক্রম	৮
কৃষক সহায়ক ও তাদের প্রশিক্ষণের তথ্য	৯
বাজার সংযোগ সম্পর্কিত কার্যক্রম	১০
প্রকল্পের ফলাফল ও অর্জন	১১-১২
সফলতার গল্প	১৩-১৬
প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি	১৮-২৮

প্রকল্প পরিচিতি ঃ

প্রকল্পের নাম ঃ পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হতে মে ২০২১ খ্রি.

বাস্তবায়নে ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

সহযোগিতায় ঃ স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাক্টস (এসআইডি-সিএইচটি), ইউএনডিপি (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প)

অর্থায়নে ঃ ড্যানিডা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, এসআইডি-সিএইচটি, ইউএনডিপির সহযোগিতায় এবং ড্যানিডার অর্থায়নে জুলাই ২০১০ খ্রি. হতে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেছিল। ইতোমধ্যেই প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রমও সময়মত সম্পন্ন হয়েছে। পার্বত্য এলাকা কৃষি নির্ভর, এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ কৃষি কাজ করেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। সুতরাং এ প্রকল্পের মাধ্যমে দূর্গম এলাকার দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ খুবই উপকৃত হয়েছেন। ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ে ৪৪৪ জন কৃষক সহায়ক তৈরী করা হয়েছে যার মধ্যে ৩য় পর্যায়ে ১৩৪ জন। এ সকল কৃষক সহায়কদের মাধ্যমে এখন কৃষকগণ সহজেই হাতের কাছে কারিগরী সহায়তা পাচ্ছেন এবং সরকারি লাইন ডিপার্টমেন্ট এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সেবা গ্রহন করতে পারছেন। কৃষক সহায়কগন বেশীরভাগই নিজেদেরকে আদর্শ কৃষক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। এ পর্যন্ত খাগড়াছড়ি জেলার ০৯ টি উপজেলায় ১১৮২ টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়িত হয়েছে যার মধ্যে ৩য় পর্যায়ে ৪০২ টি। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) কৃষক- কৃষাণী তাদের চাহিদা অনুযায়ী হাতে কলমে (Learning by Doing Approach) কৃষি (শাক-সবজি চাষ, ফল চাষ, ধান চাষ) মাছ চাষ, প্রাণিসম্পদ (হাঁস-মুরগি পালন, গরু পালন, শুকর পালন), পুষ্টি, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে শিখতে পেরেছেন এর মধ্যে ৩য় পর্যায়ে প্রায় ১১০০০ জন। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথেও কৃষকদের ভালো সম্পর্ক তৈরী হয়েছে।

পার্বত্যাঞ্চল দূর্গম হওয়ায় এবং সরকারী লাইন ডিপার্টমেন্ট সমূহের জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় এ এলাকার মানুষ সঠিকভাবে সেবা পায় না। কিন্তু এ প্রকল্প চালু হওয়াতে দূর্গম এলাকার কৃষকগণও এখন সেবা পাচ্ছেন। এ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার জনগনের ভাগ্য উন্নয়নে খুবই সময়োপযোগী ও কার্যকরী। এ ধরনের কার্যক্রম চলমান রাখলে এ অঞ্চলের দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষ খুবই উপকৃত হবেন এবং কৃষি উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

সার্বিক উদ্দেশ্য ঃ

- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদার করনের মাধ্যমে সার্বিক কৃষি উন্নয়ন তরান্বিত করা ও স্থায়িত্বশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং ১৯৯৭ সনের পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে অবদান রাখা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ

- পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (নারী-পুরুষ) পরিবারের সার্বিক কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান টেকসইকরণ তৎসহিত খাদ্য নিরাপত্তা অবস্থার উন্নয়ন করা এবং
- পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেন ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তি মোতাবেক হস্তান্তরিত কৃষি বিষয়ক বিভাগ সমূহকে অধিকতর ভালো ব্যবস্থাপনা করতে পারে।

প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ঃ

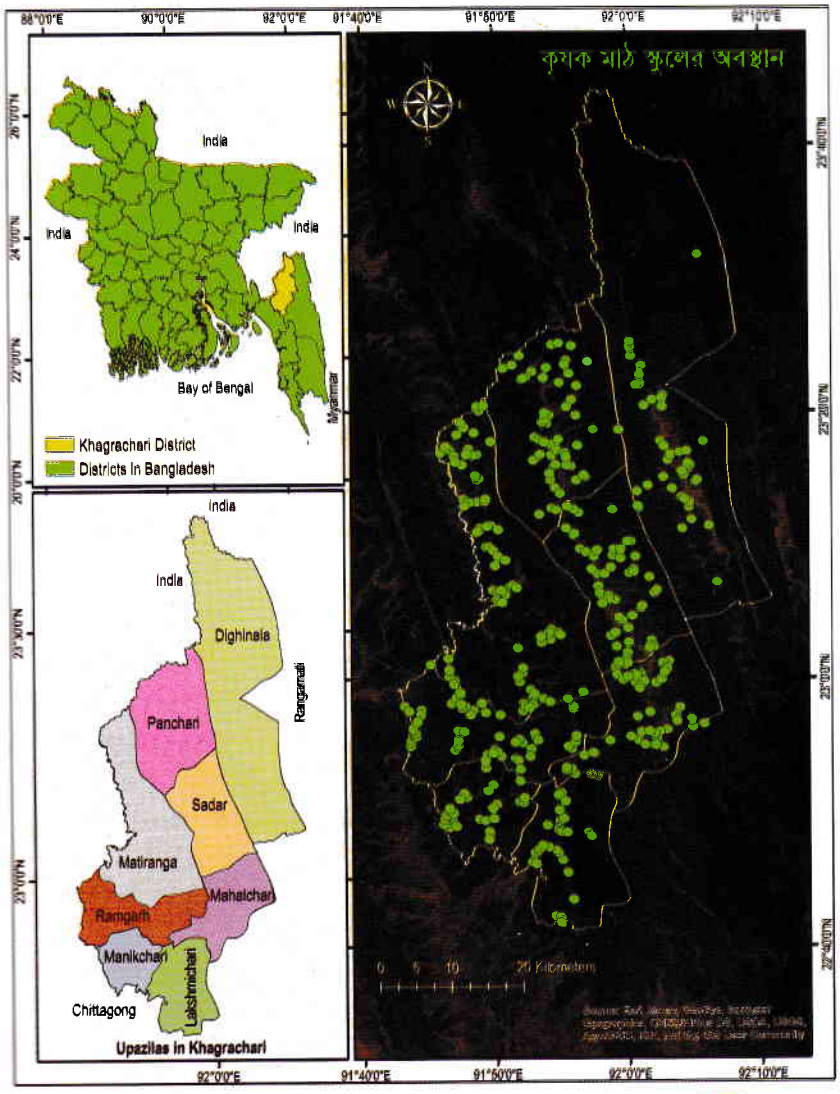

- ০৯ টি উপজেলা
- ৩৮ টি ইউনিয়ন
- ৪০২ টি সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষক মাঠ স্কুল
- ১০৯২৯ জন কৃষক ও কৃষানী
- ১৩৪ জন কৃষক সহায়ক

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায়-কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ

পাড়া নির্বাচন

↓

কৃষক সহায়ক নির্বাচন

↓

কৃষকদের অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করা, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা-কৃষক মাঠ স্কুল গঠন ও সদস্য নির্বাচন

↓

কৃষক সহায়কদের মৌসুমব্যাপী প্রশিক্ষণ

↓

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা-কৃষক মাঠ স্কুলে মৌসুম মেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়ন (সেশন পরিচালনাসহ)

↓

প্রকল্পকর্মী এবং অংশীজন কর্তৃক মনিটরিং ও ব্যাকস্টপিং সহায়তা

↓

কৃষক মাঠ দিবস আয়োজন

↓

সদস্যদের কৃষক মাঠ স্কুল শিখন পরবর্তী উপকরণ সহায়তা বাবদ অর্থ বিতরণ

↓

মার্কেট কালেকশন পয়েন্ট স্থাপন ও বাজার সংযোগ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষক মাঠ স্কুল পাঠ্যক্রম ঃ

১১ টি মডিউল, ৬ টি সাধারণ সেশন ও বার্তা সেশনসহ সর্বমোট ৬৬ টি সেশন।

১. প্রস্তুতিমূলক

০২ (দুই) টি সেশন (বাধ্যতামূলক) ও

০২ (দুই) টি অনানুষ্ঠানিক সেশন

সাধারণ সেশন-০৬ টি (বাধ্যতামূলক)

- বিভিন্ন সারের কাজ, অভাবজনিত লক্ষণ ও ভাল (গুনগত) সার চেনার উপায়
- খামারজাত সার প্রস্তুতি ও ব্যবহার
- ভার্মি কম্পোষ্ট, সবুজ সার তৈরী ও ব্যবহার
- খামার ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ (এফ এম এ)
- বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব ও ঝুঁকিহ্রাসের উপায়
- বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কৌশল (সবজী ও ধান)

২. শাক সবজি চাষ - ০৮ টি সেশন

৩. ফল চাষ - ০৭ টি সেশন

৪. ধান চাষ - ০৭ টি সেশন

৫. হাঁস/মুরগি পালন - ০৪ টি সেশন

৬. শুকর পালন - ০৩ টি সেশন

৭. গরু পালন - ০৪ টি সেশন

৮. মাছ চাষ - ০৬ টি সেশন

৯. পুষ্টি - ০৪ টি সেশন (বাধ্যতামূলক)

১০. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ - ০৪ টি সেশন (বাধ্যতামূলক)

১১. উচ্চ মূল্যের ফসল - ০৫ টি সেশন

কৃষক সহায়ক ও তাদের প্রশিক্ষণের তথ্য ঃ

১৩৪ জন কৃষক সহায়ক ৪০২ টি সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষক মাঠ স্কুল নিয়ে কাজ করেছেন।

উপজেলা ভিত্তিক কৃষক মাঠ স্কুল ও কৃষক সহায়কের সংখ্যা ঃ

উপজেলা	কৃষক মাঠ স্কুলের সংখ্যা	কৃষক সহায়কের সংখ্যা
খাগড়াছড়ি সদর	৫৪	১৮
পানছড়ি	৫১	১৭
মাটিরাঙ্গা	৬০	২০
দিঘীনালা	৪২	১৪
মহালছড়ি	৪৫	১৫
গুইমারা	৪২	১৪
লক্ষিছড়ি	৩০	১০
রামগড়	৩৯	১৩
মানিকছড়ি	৩৯	১৩
মোট ঃ	৪০২	১৩৪

কৃষক সহায়কের সংখ্যা ও
নারী - পুরুষ অনুপাত ঃ
৪৬ জন নারী এবং ৮৮ জন পুরুষ

কৃষক মাঠ স্কুল সদস্যদের
নারী-পুরুষ অনুপাত ঃ
নারী = ৭৪৪৮ জন পুরুষ = ৩৪৮১ জন
মোট = ১০৯২৯ জন

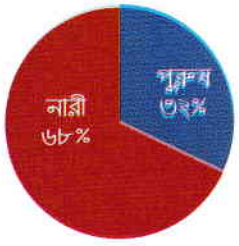

১৩৪ জন কৃষক সহায়ক ০৪ ধাপে ৩৬ দিনের মৌসুমব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন (প্রতি ধাপে ৯ দিন করে)।

বাজার সংযোগ কার্যক্রম সংক্রান্ত ঃ

খাগড়াছড়ি জেলায় স্থাপিত কালেকশন পয়েন্ট সমূহের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	উপজেলা	ইউনিয়ন	কালেকশন পয়েন্টের নাম	কালেকশন পয়েন্ট স্থাপনের তারিখ
১	খাগড়াছড়ি সদর	কমলছড়ি	কমলছড়ি মুখ পাড়া	১০ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.
২	খাগড়াছড়ি সদর	ভাইবোনছড়া	সীমানা পাড়া	১০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
৩	খাগড়াছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি সদর	নুনছড়ি থলিপাড়া	১০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
৪	খাগড়াছড়ি সদর	পেরাছড়া	জামতলি পাড়া	৩০ জুন ২০২০ খ্রি.
৫	খাগড়াছড়ি সদর	গোলাবাড়ি	হরিনাথ পাড়া	৩০ জুন ২০২০ খ্রি.
৬	পানছড়ি	লোগাং	শান্তি বিকাশ পাড়া	০৫ মে ২০১৯ খ্রি.
৭	পানছড়ি	পানছড়ি	অবনী পাড়া	২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
৮	পানছড়ি	চেঙ্গী	সূর্য মোহন পাড়া	২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
৯	পানছড়ি	উল্টাছড়ি	পশ্চিম মোল্লা পাড়া	৩০ জুন ২০২০ খ্রি.
১০	পানছড়ি	লতিবান	নবীনচন্দ্র কার্বারী পাড়া	৩০ জুন ২০২০ খ্রি.
১১	দীঘিনালা	বাবুছড়া	নতুন চন্দ্র কার্বারী পাড়া	১০ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.
১২	দীঘিনালা	দীঘিনালা	হেডম্যান পাড়া	১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
১৩	দীঘিনালা	মেরুং	রশিকনগর পাড়া	১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
১৪	দীঘিনালা	কবাখালী	দক্ষিন কৃপাপুর পাড়া	৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
১৫	দীঘিনালা	বোয়ালখালী	২ নং যৌথ খামার পাড়া	৩০ জুন ২০২০ খ্রি.
১৬	মহালছড়ি	কায়াংঘাট	বিহার পাড়া	০৫ মে ২০১৯ খ্রি.
১৭	মহালছড়ি	মহালছড়ি সদর	চৌংড়াছড়ি হেডম্যান পাড়া	২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
১৮	মহালছড়ি	মাইসছড়ি	রত্নসেন কার্বারী পাড়া	২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
১৯	মহালছড়ি	মুবাছড়ি	মধ্য আদাম পাড়া	৩০ জুন ২০২০ খ্রি.
২০	মাটিরাঙ্গা	তবলছড়ি	গৌরাঙ্গ পাড়া	০৫ মে ২০১৯ খ্রি.
২১	মাটিরাঙ্গা	তাইন্দং	বান্দরসিং পাড়া	২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
২২	মাটিরাঙ্গা	বর্নাল	ভূট্টো পাড়া	২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
২৩	মাটিরাঙ্গা	আমতলী	আব্বাস সর্দার পাড়া	২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
২৪	মাটিরাঙ্গা	গোমতি	গড়গড়িয়া মুখ পাড়া	২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
২৫	মাটিরাঙ্গা	বেলছড়ি	সিদ্দিক মাষ্টার পাড়া	৩০ জুন ২০২০ খ্রি.
২৬	মাটিরাঙ্গা	মাটিরাঙ্গা	চন্দ্রপূর্ন পাড়া	৩০ জুন ২০২০ খ্রি.
২৭	গুইমারা	সিন্দুকছড়ি	নাকাবাই পাড়া	১০ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.
২৮	গুইমারা	হাফছড়ি	কুকিছড়া পাড়া	৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
২৯	গুইমারা	গুইমারা	কুন্তি চন্দ্র কার্বারী পাড়া	৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
৩০	রামগড়	রামগড়	খাগড়াবিল পাড়া	০৫ মে ২০১৯ খ্রি.
৩১	রামগড়	পাতাছড়া	থলিবাড়ি পাড়া	৩০ জুন ২০২০ খ্রি.
৩২	মানিকছড়ি	বাটনাতলী	শিম্প্রু পাড়া	০৫ মে ২০১৯ খ্রি.
৩৩	মানিকছড়ি	মানিকছড়ি	পূর্ব গচ্ছাবিল পাড়া	২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
৩৪	মানিকছড়ি	যোগ্যাছোলা	ফকিরটিলা পাড়া	২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
৩৫	মানিকছড়ি	তিনটহরী	তিনটহরী নামার পাড়া	৩০ জুন ২০২০ খ্রি.
৩৬	লক্ষীছড়ি	দুল্যাতলী	দেওয়ান পাড়া	১০ মে ২০১৯ খ্রি.
৩৭	লক্ষীছড়ি	লক্ষীছড়ি সদর	বাইন্যাছোলা পাড়া	৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.
৩৮	লক্ষীছড়ি	বর্মাছড়ি	কান্দপ পাড়া	৩০ জুন ২০২০ খ্রি.

প্রকল্পের অর্জন ও ফলাফল ঃ

উল্লেখযোগ্য অর্জন সমূহ ঃ

- ৪০২ টি কৃষক মাঠ স্কুলে সর্বমোট ১৩৬৬৪ টি সেশন পরিচালনা হয়েছে। প্রতি কৃষক মাঠ স্কুলে এক মাসে গড়ে ৩-৪ টি সেশন পরিচালনা হয়ে থাকে।

- সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের বিষয়ে মোট ৫০ জন সরকারি বিভাগের কর্মকর্তাকে ০৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে (কৃষি বিভাগ = ২৬ জন, প্রাণি সম্পদ বিভাগ = ১৪ জন এবং মৎস্য বিভাগ থেকে ১০ জন)।

- ১২৮ জন কৃষি উপকরণ সরবরাহকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অংশগ্রহনকারীরা হচ্ছেন ঃ
  - ক) সার, কীটনাশক ও বীজ বিক্রেতা।
  - খ) প্রাণির ঔষধ, টিকা বিক্রেতা বা সরবরাহকারী।
  - গ) মাছের পোনা, খাদ্য ও মাছচাষ সংক্রান্ত উপকরন বিক্রেতা।
  - ঘ) নার্সারী মালিক বা নানা ধরনের চারা উৎপাদনকারী।
  - ঙ) কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডার (সিএলডব্লিউ, কার্প)।

- ০৯ (নয়) টি উপজেলায় সর্বমোট ১২৮ টি কৃষক মাঠ দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

- কৃষক মাঠ স্কুল সহায়তা খরচ বাবদ প্রতিটিতে ২২,০০০ (বাইশ হাজার) টাকা করে ৪০২ টিতে মোট ৮৮,৪৪,০০০ (আটাশি লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- কৃষক মাঠ স্কুল শিখণ পরবর্তী সহায়তা বাবদ প্রতি সদস্যকে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা হারে ৪০২ টি কৃষক মাঠ স্কুলের ১০,৯২৯ জন সদস্যকে নগদ মোট ২১,৮৫৮,০০০ (দুই কোটি আঠার লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

- ২৫ জন কমিউনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কারকে (সিএলডব্লিউ) ০৭ দিন ব্যাপী গবাদি পশু-পাখির প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

- ৪০২ টি কৃষক মাঠ স্কুলে ৪৮৬ টি উৎপাদক দল গঠন করা হয়েছে যেমনঃ সবজি চাষ (লাউ, কচুঁ, কাকরোল, বেগুন, শিম, বরবটি), কলা, আনারস, পেঁপে, কাঁঠাল, মুরগি, শুকর, ধান ইত্যাদি।

- ০৮ জন কেঁচো সার উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ফলাফল ঃ

প্রকল্প কর্মকান্ডের ফলাফল যাচাইয়ের জন্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২১ খ্রি. সময়ে একটি বার্ষিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বার্ষিক জরিপ কার্যক্রমে নমুনায়ন পদ্ধতিতে খাগড়াছড়ি জেলায় ৯১ টি সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা- কৃষক মাঠ স্কুল থেকে মোট ২৪১ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। তাদের প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাগড়াছড়ি জেলায় প্রকল্প কার্যক্রমের কিছু ফলাফল উপস্থাপন করা হলো ঃ

- ৯২% উপকারভোগী সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা-কৃষক মাঠ স্কুলের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কাঙ্খিত বা কাঙ্খিত উৎপাদনের চেয়ে বেশি ফলন লাভ করেছেন।

- উপকারভোগীদের মধ্যে বর্তমানে ৯৮% সদস্য শাক-সবজি চাষ, ৮৮% সদস্য হাঁস-মুরগি পালন, ৮৬% সদস্য বিভিন্ন প্রকার ফলের চাষ, ৬৮% সদস্য ধান চাষ, ৬১% সদস্য উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন, ৫৯% সদস্য গরু পালন, ৩৩% সদস্য শুকর পালন, ৮২% সদস্য খামার জাত সার ও ১৭% সদস্য কেঁচো কম্পোষ্ট সার উৎপাদন করছেন।

- ৯৮% উপকারভোগী নিজ খামারে নতুন উৎপাদন ক্ষেত্র যুক্ত করেছেন যার ফলে তাদের গড়ে ১২ শতাংশ অনাবাদি, পরিত্যক্ত জমি, জলাশয় চাষাবাদের আওতায় এসেছে। উল্লেখ্য উপকারভোগীদের মধ্যে নতুন উৎপাদন ক্ষেত্র হিসাবে ৫৬% শাক-সবজি চাষ, ১৩% গরু পালন, ১৫% উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ, ১৭% হাঁস-মুরগি পালন, ৫% শুকর পালন, ৫% ধান চাষ, ৪৫% খামার জাত সার উৎপাদন ও ১০% কেঁচো কম্পোষ্ট সার নিজ খামারে যুক্ত করতে পেরেছেন।

- ৯৭% কৃষক আয় বৃদ্ধি ও পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটাতে নিজ খামারে কৃষি উৎপাদন করছেন।

- প্রকল্পের উপকারভোগীরা সঠিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে লাভবান হচ্ছেন। উল্লেখ্য, ৯৫% কৃষক বেড ও মাদায় শাকসবজি চাষ করেন, ৮৬% কৃষক কুমড়া জাতীয় ফসলে হাত পরাগায়ন করেন, ৮৩% কৃষক খামার জাত সার উৎপাদন করেন, ৭৮% কৃষক হাঁস-মুরগির ডিম ফুটানোর জন্য উন্নত পাত্র/হাজল ব্যবহার করেন, ৬৭% সদস্য উমে বসা মুরগির পালন ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করেন, ৩৯% কৃষক সমন্বিত বালাই দমন কৌশল ব্যবহার করেন, ৪০% কৃষক পানি সাশ্রয়ী সেচ কৌশল প্রয়োগ করেন, ৬২% কৃষক ফল গাছে প্রুনিং, সার ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবস্থাপনা করেন।

- ৯৫% উপকারভোগীর গুনগত মানের কৃষি উৎপাদন উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ আছে। ৫৯% কৃষক নিজ খামারে উৎপাদিত উপকরণ ও ৩৬% কৃষক স্থানীয় বাজার সহ অন্যান্য উৎস থেকে গুনগত মানের কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করেন।

- ৬৪% উপকারভোগী সরকারী লাইন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত সম্প্রসারণ সেবার সাথে যুক্ত হয়েছেন।

- ৬৬% কৃষক তাদের হাঁস-মুরগি ও প্রাণি সম্পদকে টিকা প্রদান করে থাকেন। উল্লেখ্য ৪৫% কৃষক সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা-কৃষক মাঠ স্কুল কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার পর নতুনভাবে হাঁস-মুরগি, প্রাণি-সম্পদের টিকা প্রদান সেবার আওতায় এসেছে।

সফলতার গল্প ঃ

এক নারীর সফল আর্দশ কৃষাণী হয়ে উঠার গল্প

"পাড়ার কার্বারী আমাকে বলে পার্বত্য জেলা পরিষদে লোক নিচ্ছে। তুমি দিয়ে দাও। কিন্তু পাড়ার অনেকে বলেছে আমি লেখাপড়া জানিনা এই চাকুরি দিলে আমি লজ্জা পাবো, সেটা চিন্তা করতে কার্বারী আমাকে বলে বুঝায় এমএ, বিএ পাশ করে চাকুরী দিয়ে পাইনা তারা কি লজ্জা পাই, তুমি কেন লজ্জা পাবে। এরপর আমি আবেদন করি আর ৩ পাড়ার ৭ জনের মধ্যে আমি কৃষক সহায়ক হিসাবে নির্বাচিত হই"-এই ভাবে নিজের কথা ব্যক্ত করেন নিকুন্তি ত্রিপুরা।

নিকুন্তি ত্রিপুরার বয়স ৩৬ বছর, তিনি খাগড়াছড়ি জেলার ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের মন্ত্রী পাড়ায় বসবাস করেন। ২ ছেলে-মেয়ে, স্বামী ও মা সহ মোট ৫ জন নিয়ে তার ছোট সংসার। মেয়ে ৪র্থ শ্রেণী ও ছেলে ৯ম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে। সে বসতবাড়ির চারপাশে পরিকল্পিতভাবে শাক-সবজি ও ফল চাষ, হাঁস-মুরগি, শুকর, ছাগল পালন করে সফলতার মুখ দেখছে এবং সেই সাথে তার জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।

নিকুন্তি ত্রিপুরা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন আর তার স্বামী কোন পড়াশুনা করেননি। তার ১ কানি (৪০শতক) বসত ভিটা ছাড়া আর কোন জমিজমা নেই। বাড়ির চারপাশে কয়েকটি আম, কাঠাঁল, লিচু, নারিকেল, বরই ও জাম্বুরা গাছ ছিল কিন্তু তেমন ফলন পেতনা। মুরগি পালন করলেও মুরগিগুলো মারা যেত। এ অবস্থায় তারা স্বামী স্ত্রী দুইজন মিলে দিন-মজুরী করে সংসার চালাত। প্রতিদিন দিন-মজুরী করে সে ১৫০ টাকা আর তার স্বামী পেত ২০০ টাকা। তাও আবার প্রতিদিন দিন-মজুরের কাজ জুটতনা। মাসে ১২-১৪ দিন কাজ করে ৫-৬ হাজার টাকা দিয়ে তাকে সংসার চালাতে হতো। কখনও কখনও ৩ বেলা থেকে ২ বেলা খেয়ে থাকতে হতো। ছেলে-মেয়েদের স্কুলের ফি আর বই খাতা ঠিকমত কিনে দিতেও হিমশিম খেতে হতো। প্রতিমাসেই তার ধার-দেনা করে চলতে হতো। এই ভাবে একসময় পাড়ার মহাজনের কাছে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেনা হয়ে যায়। এক দিকে সুদের টাকা পরিশোধ আর অন্যদিকে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ এবং সংসার চালানো খুবই দূর্বিসহ ও কষ্টদায়ক ছিল নিকুন্তি ত্রিপুরার জন্য।

২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ও এসআইডি-সিএইচটি, ইউএনডিপির সহযোগিতায় পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পে তিনি কৃষক সহায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। এরপর সে প্রকল্প থেকে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষক মাঠ স্কুল বিষয়ে ৩৬ দিনের মৌসুমব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরপরই সে তার বসতবাড়ির

চারপাশে পরিকল্পিত ভাবে করলা, বরবটি, ঝিংগা, শসা, কাকরোল, বেগুন, চিচিঙ্গা, মিষ্টিকুমড়া, কচু, লালশাক, কলমিশাক, পেঁপে, লেবু, কলা চাষ শুরু করেন। এমনভাবে পরিকল্পনা করেন, যেন পর্যায়ক্রমে সারাবছর তার বসতভিটায় শাক-সবজি ও ফলমূল চাষ করে বিক্রি করতে পারেন। সে এখন প্রতিমাসে শাক-সবজি বিক্রি করে প্রায় ৫০০০-৬০০০ টাকা আয় করেন। ফলগাছ ব্যবস্থাপনা করে প্রচুর কাঁঠাল পেয়েছেন। এর আগে কাঁঠাল বিক্রি করে ৬০০ টাকা পেতেন আর এ বছর পেয়েছেন ২৯০০ টাকা। তাছাড়া ২ সপ্তাহ পরপর ২-৩ টি কলাছড়া বিক্রি করে প্রায় ৩০০-৪০০ টাকা পাচ্ছেন।

এখন সে শুধু শাক-সবজি ও ফল চাষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পাশাপাশি উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি, শুকর ও ছাগল পালন শুরু করেছেন। প্রথমে সে ৩ টি মুরগি আর ২ টি শুকর পালন শুরু করেন। সেখান থেকে বর্তমানে ১৩১ টি মুরগি হয়েছে। এক মাসে ১৬ টি মুরগি বিক্রি করে প্রায় ৯১৪০ টাকা পেয়েছেন। আর শুকর এর সংখ্যা বেড়ে বাচ্চাসহ হয় মোট ১৪ টি। বড় ২ টি শুকর বিক্রি করে সে পেয়েছেন ২৩০০০ টাকা এবং ১২ টি বাচ্চা শুকর ২ মাস পালনের পর ১০ টি বিক্রি করে মোট ৫০০০০ হাজার টাকা পান। মুরগি ও শুকর বিক্রির কিছু টাকা দিয়ে আবার ২ টি ছাগল ও ৫ টি হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করেন। বর্তমানে তার ১১৫ টি মুরগি, ৫ টি হাঁস, ২ টি শুকর ও ছাগল ২ টি রয়েছে।

নিকুন্তি ত্রিপুরার সবজি চাষের জন্য তার নিজের পরিশ্রম ছাড়া আর তেমন খরচ হয় না। সে শাক-সবজিতে জৈব সার ব্যবহারের জন্য খামার জাত সার তৈরি শুরু করেছেন। এখন পর্যন্ত ৩০০ কেজি জৈব সার পেয়েছেন। বর্তমানে সে শাক-সবজি চাষে শুধুমাত্র জৈব সার ব্যবহার করেন এবং সেই সঙ্গে পোকামাকড় দমনের জন্য সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ও ছাই ব্যবহার করেন। হাঁস-মুরগি, ছাগল, শুকর পালনের জন্য উন্নত বাসস্থান তৈরীসহ সুষম খাদ্য দেন। এছাড়াও সে এখন হাঁস-মুরগিগুলোকে নিয়মিত টিকা প্রদান করেন। কিছু কিছু সবজি চাষের জন্য সে নিজের উৎপাদিত বিভিন্ন সবজির বীজ সংরক্ষণ করেন। এছাড়াও বরবটি, ঢেঁড়স, করলা, লালশাক ও কলমি শাক চাষের জন্য উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করেন।

মন্ত্রী পাড়ার কার্বারী পূর্নভূষণ ত্রিপুরা বলেন, "আগে তার খুবই কষ্টের জীবন ছিল, এই কর্ম তার জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে, শুধু তার নিজের পরিবর্তন নয় পাড়াবাসীরাও অনেক উপকৃত হচ্ছেন।"

নিকুন্তি ত্রিপুরা এখন অনেকটাই সচ্ছল ও সফল কৃষাণী। সে তার দেনার ৭০০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন ও প্রতিমাসে ব্যাংকে ১০০০ টাকা করে সঞ্চয় করছেন। এর পাশাপাশি বাসায় বিদ্যুৎ সংযোগ এবং নিজের জন্য সোনার কানের দুল, শীতের কম্বল, প্লাস্টিক চেয়ার এবং ১ টি স্মার্ট ফোন কিনেছেন, যা আগে ছিলনা। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা ছাগল বিক্রি করে গরু কেনাসহ টিউবওয়েল স্থাপন এবং ঘরের চালা মেরামত করা।

মার্কেট কালেকশন পয়েন্ট কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার বাটনাতলী ইউনিয়নের শিম্প্রু পাড়া জেলা সদর থেকে প্রায় ৬০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এই এলাকার কৃষকরা শাক-সবজি, আম, কাঁঠাল, আনারস সহ বিভিন্ন ধরনের কৃষি পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। কিন্তু বেশীর ভাগ কৃষকই নিজের উৎপাদিত পণ্য এককভাবে বাজারে বিক্রয় করে থাকেন। এককভাবে পণ্য বিক্রয় করার ফলে কৃষকরা পণ্যের বাজার মূল্য সর্ম্পকে যেমন ধারনা পাননা, তেমনি পরিবহন খরচ ও অন্যান্য খরচ বাবদ অনেক টাকা ব্যয় হয় বলে কৃষকরা পণ্য বিক্রয় করে মোটেই লাভবান হতে পারেন না।

২০১৯ সালে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও এসআইডি-সিএইচটি, ইউএনডিপির মাধ্যমে যৌথভাবে বাস্তবায়িত কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের বাজার সংযোগ কার্যক্রমের আওতায় কৃষকদের সুবিধার্থে দলগতভাবে পণ্য একত্রিত করে বিক্রয় করার জন্য এলাকায় একটি মার্কেট কালেকশন পয়েন্ট নির্মান করে দেওয়া হয়। এটি রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনার জন্য কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে ৫ সদস্যের একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটির মাধ্যমে কালেকশন পয়েন্টটি পরিচালিত হচ্ছে।

কালেকশন পয়েন্ট পরিচালনা কমিটির সভাপতি কৃষক জনাব ফোরকান আলী বলেন, পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায়-কৃষক মাঠ স্কুল হতে আমরা দলগতভাবে গুনগতমানের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ পেয়েছি। প্রশিক্ষণের পূর্বে আমরা প্রত্যেক কৃষক আলাদা আলাদা করে পণ্য নিয়ে বাজারে যেতাম। এতে প্রত্যেক কৃষকের পরিবহন খরচ, বাজার ট্যাক্স সহ অন্যান্য খরচ বাবদ অনেক টাকা ব্যয় হতো, যার ফলে কৃষকরা পণ্য বিক্রি করে লাভবান হতে পারতো না। তাছাড়া কৃষকদের পণ্যের ভালো দাম প্রাপ্তির উপায় সর্ম্পকে ধারনা কম থাকায় অসাধু ব্যবসায়ীরা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পণ্যের ভালো দাম দিত না। এতে অত্র এলাকার সহজ সরল কৃষকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতারিত হতো। কিন্তু বর্তমানে সকল কৃষকরা আলাদা করে বাজারে না গিয়ে কালেকশন পয়েন্টে পণ্য একত্রিত করছেন। অন্যদিকে পণ্য বাজারজাত করনের পূর্বে পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য পরিস্কার করন, বাছাই ও গ্রেডিং করে বাজারে নেওয়ার ফলে ভালো দামও পাওয়া যাচ্ছে।

কালেকশন পয়েন্ট পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব জনাব রবিউল হোসেন বলেন, বর্তমানে এই কালেকশন পয়েন্টের সাথে প্রায় ১০ টি গ্রামের ১০০০ থেকে ১২০০ কৃষক পরিবার সম্পৃক্ত রয়েছে। গুনগত মানের পণ্য উৎপাদন হওয়ায় খাগড়াছড়ি ও খাগড়াছড়ির বাইরের ব্যবসায়ীদের সাথে কালেকশন পয়েন্টের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে মোড়কজাত করে দূরের বাজারে পণ্য সরবরাহ করার ফলে পণ্য পরিবহনের সময় নষ্ট হয়না বলে পণ্যের ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া কাছের বাজার সমূহে দ্রুত পচনশীল পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

গতবছর (২০২০ খ্রি.) এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে শিম্প্রু পাড়া কালেকশন পয়েন্টের মাধ্যমে প্রায় ২ হাজার মন শাক-সবজি, ২০ লক্ষ পিস লিচু, ১ লক্ষ ২০ হাজার পিস কাঁঠাল, ১৮ শত মন আম এবং ১০ হাজার আনারস বিক্রয় হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কালেকশন পয়েন্ট স্থাপিত হওয়ার পূর্বেও শাক-সবজি ও ফল সহ বিভিন্ন পন্য বিক্রয় হতো কিন্তু বাজার দর ও গুনগত মানের পন্য উৎপাদন সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় একেকজন কৃষক একেক রকম দাম পেত। কালেকশন পয়েন্ট স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে বাজার দর অনুযায়ী মূল্য পাচ্ছেন। বর্তমানে স্থানীয় ও জেলার বাইরে থেকেও অনেক ব্যবসায়ী এখানে শাক- সবজি, কাঁঠাল, আম, আনারস ও লিচু ক্রয় করতে আসেন। যার ফলে প্রতিযোগিতামুলক বাজার তৈরী হয়েছে এবং কৃষকরা ভালো দাম পাচ্ছেন। ব্যবসায়ী সাইদুল ইসলাম বলেন, তিনি নিজেই এই মৌসুমে ২০-৩০ লক্ষ টাকার সবজি ও ফল ক্রয় করে স্থানীয় তিনটহরী, গুইমারা বাজারসহ কুমিল্লা, ফেনী, ঢাকা এবং বিভিন্ন বড় বাজার গুলোতে সরবরাহ করেছেন। ব্যবসায়ী আদম আলী বলেন, তিনিও এই বছর ১০-১৫ লক্ষ টাকার সবজি ও ফল ক্রয় করে চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নোয়াখালী, নরসিংদী এলাকার বড় বাজারে সরবরাহ করেছেন। তার জানা মতে, এখানে আরও ২০-২৫ জন ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা পণ্য ক্রয় করে স্থানীয় বাজার ও বাইরের বাজারে সরবরাহ করে থাকেন। বর্তমানে ব্যবসা করে তিনি যেমন নিজে লাভবান হচ্ছেন তেমনি কৃষকরাও ভাল দাম পাচ্ছেন। এরুপ কালেকশন পয়েন্ট আরও বৃদ্ধি করা হলে ব্যবসায়ীদের যেমন সুবিধা হবে, তেমনি কৃষকদেরও পণ্য বিক্রয় ও পণ্যের ভাল দাম পাওয়া সহজতর হবে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মংপাইপ্রু মারমা বলেন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও এসআইডি-সিএইচটি, ইউএনডিপির সহযোগিতায় কালেকশন পয়েন্টটি স্থাপন হওয়াতে এখানকার কৃষকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে। তবে এই ধরনের কালেকশন পয়েন্ট এর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা দরকার বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে আমাদের প্রত্যাশা এই কালেকশন পয়েন্টের মাধ্যমে এলাকার কৃষকরা আরও বেশি পরিমান পণ্য সরবরাহ করতে পারবেন। এতে বাহিরের ক্রেতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি এ এলাকার কৃষকদের পণ্য বিক্রয় ও ভাল দাম প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি

কৃষক সহায়ক নির্বাচন

কৃষক মাঠ স্কুল গঠন সভা

বাউরা পাড়া, ভাইবোনছড়া, খাগড়াছড়ি সদর

লামকু পাড়া, রামগড় সদর

কৃষক সহায়কের মৌসুমব্যাপী প্রশিক্ষণ

মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক কৃষক সহায়কদের প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা

প্রকল্প মনিটরিং ও ব্যাকস্টপিং সাপোর্ট

মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন ও ব্যাকস্টপিং সহযোগিতা প্রদান

সরকারী লাইন ডিপার্টমেন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং ও ব্যাকস্টপিং সাপোর্ট
(বানছড়ামুখ পাড়া, দিঘীনালা সদর ও মন্ত্রী পাড়া, ভাইবোন ছড়া, খাগড়াছড়ি সদর)

জেলা ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম মরিটরিং (জ্যোর্তিময় পাড়া, পানছড়ি সদর)

বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ছবি

ডিস্ট্রিক্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা

প্রকল্প কর্মীদের মাসিক সমন্বয় সভা

কৃষি উপকরণ সরবরাহকারীদের প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব টিটন খীসা

সরকারি লাইন ডিপার্টমেন্ট (কৃষি, প্রাণি ও মৎস্য) কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি

কৃষক মাঠ দিবসের একাংশ (হেডম্যান পাড়া, যোগ্যাছোলা, মানিকছড়ি ও জয়কুমার পাড়া, কবাখালী, দিঘীনালা)

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষক মাঠ স্কুল পরবর্তী নগদ শিখন সহায়তা বিতরণ
(নারিকেল বাগান পাড়া, কবাখালী, দিঘীনালা ও পোমাং পাড়া, তাইন্দং, মাটিরাঙ্গা)

মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি

মার্কেট কালেকশন পয়েন্ট (থলি পাড়া, পাতাছড়া, রামগড় ও গৌরাঙ্গ পাড়া, তবলছড়ি, মাটিরাঙ্গা)

কমিউনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কারদের গবাদি পশু-পাখির প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের ছবি

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী **জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি** মহোদয় সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায়-কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শন করেন (৪ নং প্রকল্প পাড়া, ভাইবোনছড়া, খাগড়াছড়ি সদর)

ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরনার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের মাননীয় চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়) **জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি** মহোদয় কর্তৃক সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায়-কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শন (চন্দ্রহার পাড়া, গোমতি, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি।)

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের ছবি

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব **জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম** সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায়-কৃষক মাঠ স্কুল কার্যক্রম পরিদর্শন করেন (দাতঁকুপ্প্যা পাড়া, খাগড়াছড়ি সদর ও নতুন পাড়া, মাটিরাঙ্গা সদর)

রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের কর্মকর্তা ও অংশীজন কর্তৃক পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ির সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষক মাঠ স্কুলের কার্যক্রম পরিদর্শন (চিত্ত রঞ্জন পাড়া, ভাইবোনছড়া, খাগড়াছড়ি সদর ও বানছড়া মূখ পাড়া, দিঘীনালা সদর)

এস আই ডি-সিএইচটি, ইউএনডিপি প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপক **জনাব প্রসেনজিত চাকমার** পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন (বানছড়া মূখ পাড়া, দিঘীনালা সদর)

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের ছবি

ইউএনডিপি-বাংলাদেশের সম্মানিত রেসিডেন্স রিপ্রেসেনটেটিভ কর্তৃক পার্বত্যাঞ্চালে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন
(২ নং প্রকল্প পাড়া, খাগড়াছড়ি সদর)

ডেনমার্ক দুতাবাসের সম্মানিত রাষ্ট্রদুত কর্তৃক পার্বত্যাঞ্চালে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন
(পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি ও সাঁওতাল পাড়া, পানছড়ি সদর)

জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি ও সুইডেনের সম্মানিত রাষ্ট্রদুত কর্তৃক
পার্বত্যাঞ্চালে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন (সাওঁতাল পাড়া ও বিনাচান পাড়া, পানছড়ি সদর)

পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
(ফেব্রুয়ারি ২০১৮ - মে ২০২১ খ্রি.)

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(উন্নত - সমৃদ্ধ খাগড়াছড়ি বিনির্মাণে নিবেদিত)
www.khdc.gov.bd